CHAPRA GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE

NAME → ARGHYAMITRA BISWAS

REG NO → 1540061

ROLL NO →

SUBJECT → POLITICAL SCIENCE
1ST SEM

SESSION → 2022 - 2023

1st Semester Examination 2022-23

COURSE CODE - GCC-T-1

08/12/2023

*) আর্বভৌমিকতা সম্পর্কে একাত্মবাদী তত্ত্বটির সীমাবদ্ধতাগুলি লেখো।

Ans → আর্বভৌমিকতা সম্পর্কে আইনগত তত্ত্ব অবিভাজ্য একত্মবাদ নামে পরিচিত। যে তত্ত্ব রাষ্ট্রের আর্বভৌমিকতাকে চরম, অবাধ, অসীম ও অবিভাজ্য বলে প্রচার করে, তা একাত্ম-বাদ নামে পরিচিত। বোঁদা, হবস, বেনথাম, অস্টিন প্রমুখ হলেন এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে জন অস্টিন আর্বভৌমিকতার একাত্মকে সর্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপন করেছিলেন।

মূল বক্তব্য :→ একত্মবাদের মূল বক্তব্য হল—

১. আর্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের অনন্য সুরক্ষা,

২. রাষ্ট্রের আর্বভৌমিকতা প্রকৃতিগত ভাবে চরম, অবাধ, অসীম ও অবিভাজ্য,

৩. রাষ্ট্র ও সমাজ ভিন্ন,

৪. সমাজ হল — সংগঠিত ব্যক্তি সমূহের একটি সংগঠন,

৫. রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের মধ্যে আর্বভৌমের আদেশই হল - আইন। কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংঘ বা প্রতিষ্ঠান আর্বভৌমের নির্দেশকে অমান্য করতে পারে না,

৬. কেবল মাত্র আর্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী আইনের উৎস বলে বিবেচিত হওয়ায় তিনি তার সৃষ্ট আইনের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। আইন কোনোভাবেই তার উপর কোনোরূপ বিধি-নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন না।

সমালোচনা :→ আর্বভৌমিকতা সম্পর্কে অস্টিনের মতবাদটি বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে —

১. **রাজনৈতিক আর্বভৌমিকতা উপেক্ষিত :→** জন অস্টিন কেবলমাত্র আইনগত আর্বভৌমিকতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে — তার তত্ত্বে রাজনৈতিক আর্বভৌমিকতা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। আইনগত আর্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী কখনই রাজনৈতিক আর্বভৌমিকতাকে ~~উপেক্ষা~~ উপেক্ষা করতে পারেনা, তাই বলা যায় — অস্টিনের আর্বভৌমিকতা তত্ত্ব বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসংগতিহীন।

২. **অপ্রতিহত ক্ষমতার ধারণা ঠিক নয় :→** অস্টিন বলেছেন যে, আর্বভৌম ক্ষমতা চূড়ান্ত, অবাধ ও অসীম। এই ক্ষমতা অন্য কোনো শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কিন্তু বাস্তবে আজ পর্যন্ত কোনো আর্বভৌম সম্পূর্ণ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়নি।

৩. **আইন সম্পর্কিত ধারণা ভ্রান্ত :→** অস্টিনের মতে আর্বভৌমের নির্দেশই হল আইন। কিন্তু হেনরি মেইন বলেন যে — প্রত্যেক দেশেই দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত বহু প্রথা রীতিনীতি লোকাচার প্রভৃতি থাকে, এগুলি আর্বভৌমের নির্দেশ নয়। অথচ এগুলি আইনের মত কার্যকরী হয়।

৪. **আর্বভৌমিকতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা :→** অস্টিনের একাত্মবাদে একটি নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন মানবীয় কর্তৃপক্ষকে অর্থাৎ সরকারকেই আর্বভৌম বলা হয়েছে। কিন্তু আর্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের একটি উপাদান সরকারের নয়।

৫. **বহুত্ববাদীদের সমালোচনা :→** আর্বভৌমিকতা প্রসঙ্গে অস্টিনের একত্ববাদি ধারণা তীব্র সমালোচনা করেছেন বহুত্ববাদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ। তাদের মতে, সমাজে রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্বশাসিত সংস্থা, স্বার্থমূলক সংঘ প্রভৃতি বহু জনকল্যাণমূলক

- মূলক প্রতিষ্ঠান আছে, ব্যক্তি জীবনে সুখ সাচ্ছন্দ্য বিধানের ক্ষেত্রে এগুলির অবদান ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং রাষ্ট্র এককভাবে চরম সার্বভৌমিকতার দাবি করতে পারে না, রাষ্ট্র সামান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্রে সার্বভৌমিকতা ভোগ করবে।

* রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদী তত্ত্বের মূল বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।

Ans → বহুত্ববাদ হল - একত্ববাদের বিরোধী একটি বৌদ্ধিক আন্দোলন। তবে বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় কেবল একত্ববাদের সমালোচনা হিসাবে নয়, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ হিসাবে বহুত্ববাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। বহুত্ববাদের স্বার্থক প্রবক্তা হিসেবে নিয়ার্গ মেইন্টল্যান্ড, বার্কার প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

* বহুত্ববাদের সংজ্ঞা :→ যে তত্ত্ব রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে চরম অবাদ, অসীম ও অবিভাজ্য বলে মনে করার পরিবর্তে একথা প্রচার করে যে, রাষ্ট্রের মতই সমাজে বিভিন্ন সংঘ বা গোষ্ঠি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তা সাধারণভাবে বহুত্ববাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করেন না। কিন্তু চরম বহুত্ববাদীরা নৈরাজ্যবাদীদের মতো রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনার পক্ষপাতি বলে অনেকের অভিমত, এরা রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্য সমাজের বিভিন্ন সংঘ ও গোষ্ঠির হাতে অর্পণ করতে বিশেষ আগ্রহি।

* মূল প্রতিপাদ্য বিষয় :- অধ্যাপক গেটেলকে অনুসরণ করে বহুত্ববাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় —

১. বহুত্ববাদ রাষ্ট্রকে 'একটি অদ্বিতীয় সংগঠন' বলে মনে করে না।

২. বহুত্ববাদীদের মতে সমাজের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরণের সংগঠন রাষ্ট্রের মতই গুরুত্বপূর্ণ ও স্বাভাবিক।

৩. লক্ষ্য মত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেমন সার্বভৌম, সমাজের অন্যান্য সংগঠনও তেমনি সার্বভৌম।

৪. রাষ্ট্র